পরিবর্তন
সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

ভাঙা রেডিয়োর কান মলে দিয়ে মনের আনন্দে সংসারের কাজ সারো তুমি
আর তোমার কৃষক স্বামী ভোর ভোর সবুজের চারা নিয়ে জনিতে পুঁততে গেল
সূর্য এখুনি উঠব উঠব করছে, সজনে গাচের পাতা ফাঁক করে লাল আলো
ছড়িয়ে পড়ছে কদমের ডালে।
আর তোমার ঘুঁটে পেটানোর দেওয়াল জুড়ে কারা সব বিপ্লব ফুটিয়ে গেছে
রক্তের বদলা রক্ত চাই।
তুমি লাল-সবুজ-গেরুয়া কিছুই চেনো না রং, কেবল বাংলার মাটি দিয়ে
তৈরি ভাতের হাঁড়ি আর দু'মুঠো নুনের সমুদ্র বেঁধে রেখেছ দু'টো চোখে।
অথচ সেদিন ছেলের হেডস্যারের মুখে প্রথম শুনলে দেশের অবস্থা ভালো নয়!
তবুও তোমার সুখের ঘরে মুখে করে দু'গাছা খড়কুটো নিয়ে
বাসা বাঁধতে এসেছে শান্ত দুপুরের দুটো ফিভে
তুমি তদের জন্য ধান-জল বেঁধে রেখেছ অন্নপূর্ণার হাতে।
আর তোমার নীল মাধবীলতার ফুলগুলি অপলক চেয়ে আছে
কখন আসবে সাহসী ভ্রমর
যৌবনের ফোটা পাপড়িতে হাত বুলিয়ে যাবে বসন্তের জাদু
আর তুমি এবার পৃথিবীর যত নোংরা ঝাঁট দিয়ে
মমতাবৌদির সঙ্গে বিকেলে গা ধুতে যাবে স্বপ্নবোনার ঘাটে!
তেঁতুলতলার মাটি মুখে মেখে ফর্সা হওয়ার আশ্চর্য চক লাগিয়ে
দেবে চাষাভুষো প্রেমিকের চোখে
যে কিনা গত ফাগুন মাসে একটা বসন্তমালতী উপহার দিয়ে
বলেছিল বাজার আগুন!

জানলা
দীপক লাহিড়ী

যা কিছু আমাদের ছিল না হাওয়ায়
তা হলো নিঃসীম বনজ পাওয়া
এখনও চঞ্চল দৃষ্টি দূরের
হলো না পথ চেনা অচেনা পুরে
একলা মনটানা ফসলি খেতের
গন্ধ ছেয়েছিল দূরেতে যেতে
কে গেলো কোন্ পথে উলুকঝুলুক
পড়ল দাগ কোনো গভীর বুকে
ডিঙবো শুঁড়িপথ কেন্দুপাতায়
শুকনো হয়ে গেল গাছের ছাতা
জোছনা আলো পড়ে টাঙানো জামা
ছলকে রোদ্দুপ ঘাটের রাণায়
আকাশ সংকেতে ঝলক আলো
প্রকৃতি হবে তবে বাদামি কালোয়
রাস্তা শেষ বাঁক পাহাড়ি পথের
ফুলের গন্ধ কি মজেছে মথে
কে যেন দাঁড়িয়েছে জানলা ধরে
কিছু কি দিয়েছিলে কাঁচুলি ভরে

কে যেন দাঁড়িয়েছে জানলা ধরে

পুরুষমানুষের কবিতা
অংশুমান কর

এই যে সকালে ঘুম থেকে উঠেই
অফিস-কাছারি, বাজার-হাট, ব্যাবসা-পত্তর
বাস, ট্রাম, গাড়ি, ট্রেন
বন্ধু, শত্রু, তাঁবেদার, প্রবঞ্চক
লাভ, ক্ষতি, হিসেব, নিকেশ
গ্লানি ও গরিমা
এই সমস্ত কিছু
কার্ল লুইসের মতো দ্রুত পেরিয়ে যায় সে
সে তো দিনের শেষে
ছোটো মতো একটা বাড়িতে
শান্তিতে
ঘুমিয়ে পড়বে বলেই

গৃহ আর বনলতা সেন —শান্তি দুখানেই
পুরুষমানুষ তবু
বাড়ি চায় একটা, আর, নারী একাধিক!

কথা
সৌরভ মুখোপাধ্যায়

সমস্ত কথার মধ্যে, সমস্ত কথার মধ্যে, কথা
জড়িয়ে পাকিয়ে গিয়ে শুয়ে আছে কথার সীমায়
আরও কথা জমে ওঠে। চলমান কথার বহতা
স্রোত হয়ে, ঢেউ হয়ে, জল হয়ে আমূল ভাসায়...

নদীর চড়ার বুকে শুয়ে থাকে কথার শীর
শহরের গঞ্জে গ্রামে জমে ওঠে কথাদের রীজ
পঞ্চায়েত, শরপঞ্চ কথার শাসন মেনে নেয়।
সমস্ত কথার মধ্যে, সমস্ত কথার মধ্যে, আজ—

কথাকে বিপন্ন করে ক্রম কথার অধিকার।
শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়। অহঙ্কার ক্রমশ শাসায়
প্রতিরোধহীন চোখ ভয়ে ভয়ে নিশ্চুপে দ্যাখে
কথার শীর থেকে দম্ভ এসে ফেটে পড়তে চায়

কথারও ক্রমে ক্রমে, ক্রমান্বয়ে ভুলে যেতে থাকে
কোন্ কথা বলবার, কোন্ কথা বলবার নয়...

মাতাল
উজ্জ্বল সিংহ

এতসব ঘনিষ্ঠতা মেলামেশা পরিণতিহীন
নদীর গভীর স্রোত ফেনিল উচ্ছ্বাসে শিহরিত
শিলাখণ্ড-সংবলিত তার যৌনিমধ্যে দীনহীন
ঢুকে যায় আমাদের স্বপ্নকল্প পূর্ণ অসংবৃত।

তাহলে কি যাবতীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণগুলি
আশ্রয় গ্রহণ করবে পরমানস্তত্ত্বের অধীন
আমার বিবর্ণ বর্ণে অবশেষে অঙ্কিত গোধূলি
ক্যানভাস বিদীর্ণ করে বসন্তের রঙে হবে নীল।

অগ্নিজিহ্বা, ওষ্ঠদুটি মুক্ত করে এবার আমাকে
গ্রন্থির বন্ধনে দাও আহুতির তীব্র অগ্নি উগ্র মেলামেশা
নিশ্চিত লুপ্তির দিকে ছুড়ে দাও মৃত্যুমুখী পাঁকে
যেখানে ফোটে না পদ্ম, ফুটে থাকে আসক্তির নেশা।

রবি নিবেদন, হাইকু-তে
বিনতা রায়চৌধুরী

১.
তোমাকে যারা চায় তারা তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে
যারা চায় না তারা আর বেশি বাঁচিয়ে রেখেছে
তোমার কোষ্ঠীতে ঠিক কত আয়ু লেখা আছে?

২.
ঠিক কতবার তোমার অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি হয়েছে
কতবার বাইপাস সার্জারি, বুঝতে পারছি না,
নাহলে দেড়শো বছর বেঁচে থাকা খেলা কথা নয়!

৩.
সব বাড়ির জানলা খুললে বাইরে থেকে ভেতরে আলো যায়,
তোমার বাড়ির জানালা খুলবে ভেতর থেকে বাইরে আলো আসে।
না, স্থপতিটিকে খুঁজে বার করতে হবে।

৪.
তোমারা সমাহিত রূপ দেখে সবাই তোমাকে সন্ন্যাসী ভাবে—
আসলে তুমি একজু যুদ্ধবাজ আর দক্ষ ডুবসাঁতারু,
কী রণকৌশলে সবাইকে কাত করে আজও সামনে দাঁড়িয়ে আছো।

৫.
দেখা, অনেক হয়েছে, তমি এবার যাও,
যখন কান্না-টান্না পাবে তোমার গান গাইব,
আনন্দেও যে তোমার গান গাই কাউকে বলে দিয়ো না।

বিষও অমৃত হয়
কৃষ্ণা বসু

বিষও অমৃত হয় যদি ভলোবাসা ঠিকঠাক থাকে!
কলহ ও কপট রাগ, বিষ, বিষজ্জালা সব সব কিছু
মধুময় হয়ে ওঠে যেই বাজে মিলনের বাঁশি!
মিলন যদি-ও নেই, মিলনের প্রস্তাবনা আছে,
ওমনি সমূহ বিষ ম্যাজিক মুদ্রায় হয়ে ওঠে মধুরতা গান!
এমন জাদু-সম্মোহ জানে প্রেম, শুধু প্রেম,
প্রত্যাখ্যাত কিম্বা প্রণীত, যেখানেই যাক্,
প্রেম জানে এই জাদুবিদ্যার ম্যাজিক,
প্রেম পারে, এই বিষকে অমৃত করতে!

প্রেম জানে শুধু এই ম্যাজিক - মায়া,—
প্রেম জানে এই জাদুজব্দ শিল্পখানি ঠিক!

ধ্বংসযাপনের প্রেম চাই
নবনীতা দেব সেন

এই তূরীয়াবস্থায় তো আমি
পৌঁছোতে চাইনি কোনোদিনও

এই যে নিঃসীম প্রেম, ঈর্ষাহীন,
পরিতাপহীন, বিরহ-উদ্বেগহীন

এহেন পরাক্রান্ত প্রেম আমি
কোনোদিনই প্রার্থনা করিনি

যে আমাকে অধমর্ণ করবে না
উত্তমর্ণ করবে না

পাশাপাশি হেঁটে যাবে, সহমত
মিছিলের সঙ্গীর মতন

তেমন সৌজন্যপূর্ণ প্রণয়ীকে
কে চায় জীবনে?

এমন তূরীয় পেমে আমি
উন্নতি চাইনি কোনোদিনই...

গদ্যপদ্য যাই হোক ঝড় ঝঞ্ঝা
বজ্রপাত চাই।

খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে জীনব মরণ,
পেমের প্রচণ্ড বার্তা
যে মুহূর্তে পৌঁছোবে ডাকঘরে

আদিগন্ত নক্ষত্র জনাজা
শাওন নন্দী

১.
স্তোত্রের মতন বলো—আমাকে নিবৃত্ত করো প্রাণ
চারিপাশে দাহচিহ্ন...এত বহ্নি! এত ভস্ম—ছাই
কী ক'রে ভুলেছ শ্বাস—আমি বারিধারার সন্তান
মেঘ জন্মে ফিরে ফিরে প্রদাহে পবিত্র হ'তে চাই...

২.
নিত্য কেন ভুলে যাও—তুমি এক ছদ্মবেশী রাজা
মাটির ঘরেই জন্ম, হাওয়া জল সাধনার ধন;
বাকিটা আকাশ পথে চলমান নক্ষত্র জনাজ...
বিপ্র, তবু অন্ধতায় ভুলে আছো সাধের কফন!

৩.
এসো ধূপ, এসো ফুল, চন্দন এসো, তুলসীপাতা...
এসো তাপ—ছুঁয়ে যাও পূর্ণতা-বিহীন এ-কাহিনি
এখন ন্যুব্জের মতো নয় আর কোনো শ্বাস...ত্রাস—
আমি তো তোমাকে ঢের জন্মের আগের থেকে চিনি

৪.
তুমি কি আমার সঙ্গে হেঁটে যাবে কিছুটা সময়।
তুমি কি আমার পাত্রে চুমুকে অনল শুষে নেবে?
আমি তো তোমার জন্য রেখে গেছি যা কিছু অব্যয়—
পথের ক্লান্তির বুকে তোমারই তৃষ্ণার কথা ভেবে

আমাদের ঘোড়াজন্ম
অশোক চক্রবর্তী

আমাদের ঘোড়াজন্ম, পারলে এ অলৌকিক ঠুলি
শোনালে বঘীর বাণী, কৃষ্ণনাম নিথ্যে ব্রজবুলি
খাওয়ালে অবুঝ ঘাস, দানাপানি পায়ে লৌহনাল
ভেবেচিন্তে দেখে শুনে খুলে গেছে আমার কপাল

বহুভাগ্যে বেঁচে আছি, হে আমার প্রভু ও ঈশ্বর
দিয়েছ ঈশান কোণে দয়াময় ছিটেফোঁটা ঘর
ঝড় এলে ভয় পাই যদি কিছু ঘটে যায় তবে
সদাই শঙ্কিত থাকি কখন কোথায় কী যে হবে

ও আমার অশ্বডিম্ব কোনখানে তোমাকে বসাব
আমার এ বল্গা দিয়ে তোমাকেই রুখে দিয়ে যাব
তুমি জন্ম দেবে কালে মহাঋষি ঘোটক নন্দন
তাদের খুরের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হবে তপোবন

আমাদের ঘোড়াজন্ম এখানে এসেছি ভাগ্যফলে
আমাদের ঘোড়াজন্ম কিছুতেই যাবে না বিফলে